Edit with WPS Office

বেপজা পাবলিক স্কুল ও কলেজ চট্টগ্রাম

দ্বাদশ শ্রেণি নির্বাচনী পরীক্ষার নমুনা প্রশ্নোত্তর পর্ব- ০৫

শিক্ষক: মুহাম্মদ আবদুল মোমেন, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা।

প্রশ্ন:১। করোনাকালের পরিস্থিতি বর্ণনা করে একটি দিনলিপি লেখো
২০ নভেম্বর ২০২০, শুক্রবার, রাত ১০টা,।
বন্দরটিলা, বন্দর, চট্টগ্রাম।

করণাকাল আমাদের জীবনে একটি স্মরণীয় অধ্যায়। আমাদের শিক্ষাজীবনে এটি একটি শুধু অন্তরায়ই নয়, এটি একটি বৈশ্বিক বিপর্যয়। মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা থমকে গিয়েছে। অনেকদিন কলেজ ছুটি। করোনার প্রাদুর্ভাবের কারণেই শিক্ষামন্ত্রণালয় কলেজ বন্ধ রেখেছে। ঘরে আর সময় কাটে না, তাই খুঁজে খুঁজে পুরনো সংগ্রহ থেকেই দু-চারটি কবিতার বই ও গল্পের বই পড়ে পড়ে সময় কাটছে। এদিকে কলেজ কর্তৃপক্ষ অনলাইনে পাঠ দিয়ে যাচ্ছে। সেগুলোও সময় মত ডাউনলোড করে অনুসরণ করে যাচ্ছি। বেশ কয়েকটি অনলাইন পরীক্ষাও অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে দিলাম। ফলাফল মোটামুটি ভালোই। বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ থেমে নেই। অর্থনীতির চাকাও মোটামুটি সচল রয়েছে। শিক্ষা সে দিক থেকে পিছিয়ে নেই। অনলাইন ক্লাস অনলাইন অনুশীলন পাঠ, নমুনা প্রশ্নোত্তর, অ্যাসাইনমেন্ট এবং পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত থাকলেও শ্রেণি কক্ষের পাঠের সান্নিধ্যের বিকল্প নেই। তথ্যপ্রযুক্তি আজ আমাদের যাপিত জীবনের অত্যাবশ্যক অনুষঙ্গ হয়ে পড়েছে। তবুও মন মাঝে মাঝেই ছুটে যেতে চায় কলেজের মুক্তাঙ্গেণে। মনে মনে চলে যাই তরুছায়াতলে বাঁধানো চত্বরে, কোলাহল শ্রণিকক্ষের বন্ধু সভায়, বিস্তীর্ণ সবুজ মাঠে। কল্পনার বিচরণ থেকে আক্ষেপের দীর্ঘশ্বাসে ফিরে আসি আপনালয়ে। কলেজের পড়ার ফাঁকে বই পড়ে বেশ আনন্দেই কাটছে। বুকশেলফের অন্ধকার কোণে খুঁজে পেলাম বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গল্পগুচ্ছ' বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা'। পথের পাঁচালীর অপু ও দুর্গার মধ্য দিয়ে লেখক প্রকৃতি ও মানুষের মনের গভীর সম্পর্ককে তুলে ধরেছেন। কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে নবকুমার বাবু নদীপথে যাত্রা বিরতিতে সবুজ অরণ্যে মুগ্ধ হয়ে বনমধ্যে পথ হারায়। হঠাৎ নির্জন অরণ্যের গভীরে নারী কন্ঠে শুনতে পায়- পথিক, তুমি কি পথ হারাইয়াছ? এই সেই কপালকুণ্ডলা, তার সাথে নবকুমার বাবুর কুণ্ডলিত জীবনের নতুন অধ্যায়। রবীন্দ্রনাথের পোস্টমাস্টার গল্পের রতন গ্রামীণ জনপদে কন্যা ও জননীর মমতা গুণে বিকশিত হয়েছে।

শুভা গল্পের শুভা চরিত্রটি রবীন্দ্রনাথের অনন্য সৃষ্টি। শুভা বোবা। জাগতিক অনুভূতিকে প্রকাশ করতে না পেরে তার কাজল কালো চোখ প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে থাকতো। নির্বাক আকাশের সাথে তার নির্বাক মনের কথা হতো। করোনাকালে লগডাউন এর সময় শুভ্রার মতো আমার মন খোলা জানালার পথে প্রকৃতির সাথে মিতালী পেতেছিল। এই মিতালি আমৃত্যু লালন করে যাবো।

প্রশ্ন: ২। জীবনে প্রথম পাহাড় দেখার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করো।

Edit with WPS Office

উত্তর: পাহাড়, নদী, সমতল প্রকৃতির সৌন্দর্য মানুষকে আকর্ষণ করে। কিন্তু পাহাড়ের উচ্চতা মানুষের মনকে আকাশের কাছাকাছি নিয়ে যায়। উপরে সুনীল আকাশ আর আর উচু ঢাল বেয়ে উপরে চলে যেতে যেতে অব্যক্ত অনুভূতিতে মন পুলকিত হয়ে উঠে। আমাদের গন্তব্য চট্টগ্রাম থেকে বান্দরবান জেলার নীলগিরি পাহাড়।

চট্টগ্রাম শহর থেকে বাসযোগে বান্দরবান গিয়ে রাত্রিযাপন করতে হলো। বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের হোটেল ছাড়াও আরো অনেক হোটেল এখানে রয়েছে। বিকেলে বান্দরবান শহরের আশেপাশে পর্যটন কেন্দ্রগুলো ঘুরে বেশ ভালই লাগলো। শহরের অদূরেই মেঘলা, নীলাচল, স্বর্ণমন্দির পাহাড়ের সৌন্দর্য কে আরও আকর্ষণীয় করে তুলল।

শঙ্খ নদীর পাড়েই বান্দরবান জেলা। তাই নদী ও পাহাড়ের সাথে সবুজের সমারোহ বান্দরবানে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। বিকেলে নীলাচল পাহাড়ের চূড়ায় বসে সূর্যাস্তের দৃশ্য অবলোকন করে মুগ্ধ হলাম। রক্তিম সূর্য পাহাড়ের গা ঘেঁষে চলে গেল ঘুমের দেশে। তারপর অন্ধকার রাতের আকাশে তারার ঝিকিমিকি, বনে বনে জোনাকির মিটিমিটি উড়াউড়ি। অন্যদিকে পাহাড়ি পতঙ্গের বংশী বাদন এর মতো ডাক শুনে মনে হল এ এক অন্য জগত। হোটেলের বারান্দায় বসে রাতের সৌন্দর্য উপভোগ করা যায়।

পরদিন সকালে বান্দরবান থেকে জিপ গাড়ি যোগে নীলগিরির উদ্দেশ্যে আমাদের যাত্রা শুরু। এখানে এই গাড়িগুলো চান্দের গাড়ি নামেই পরিচিত। পাহাড়ি পথে চলাচলের জন্য এই গাড়িগুলো উপযুক্ত। গাড়ি ছুটে চলল নীলগিরির পথে। বান্দরবান জেলা সদর থেকে ৫০ কিলোমিটার দূরে নীলগিরি অবস্থিত। পাহাড়ের গা ঘেঁষে গাড়ি চলছে। নিচে তাকাতেই মনে হয় কত উঁচুতেই আমরা ছুটে যাচ্ছি। ঘন কুয়াশার মতো শঙ্খ নদী দৃশ্যমান। দূরের পাহাড় গুলো দেখে যেন মনে হয় একেকটি সবুজ গালিচার টুকরো। পথে প্রথমেই পরলোক অপরূপা শৈলপ্রপাত ঝরনা। ঝরনার শীতল জলে হাত মুখ ধুয়ে শরীর স্নিগ্ধতার অনুভূতিতে শীতল হয়ে উঠলো।গাড়ি কিছুদূর যাওয়ার পর পথে পড়ে চিম্বুক পাহাড়। চা-বিরতির জন্য চিম্বুক পাহাড়ে গাড়ি থামলো। নীলগিরির রাস্তা তৈরি হওয়ার আগে এই চিম্বুক পাহাড়ই ছিল পর্যটকদের আকর্ষণীয় স্থান। এখনো এর সৌন্দর্য কোন অংশে কমেনি।

প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য অবলোকন করতে করতে কখনযে নীলগিরির কাছাকাছি পৌঁছে গেলাম টেরই পেলাম না। কুয়াশার মত মেঘের জলবিন্দু গায়ে লাগতেই বুঝে গেলাম নীলগিরি আর বেশি দূরে নয়। অবশেষে সেই কাঙ্ক্ষিত নীলগিরিতে পৌঁছে গেলাম। নীলগিরি দুই হাজার দুইশ ফুট উঁচুতে অবস্থিত। নিচে তাকিয়ে ঘন কুয়াশার বলয় চোখে পড়লো। হাত বাড়াতেই মেঘের আলিঙ্গনের অনুভূতি। উপরে আকাশে সাদা মেঘের আনাগোনা। সবকিছু মিলেই অদ্ভুত অনুভূতি আমাকে আচ্ছন্ন করেছে। এই ভ্রমণ আমার জীবনে স্মৃতি হয়ে থাকবে।

প্রশ্ন: ৩।নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল প্রবণতা বিষয়ে একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন রচনা করো।

উত্তর:

২০ নভেম্বর ২০২০

বরাবর,

পরিচালক,

ভোক্তা অধিকার সংস্থা

Edit with WPS Office

প্রধান কার্যালয় ঢাকা।

বিষয়: খাদ্যে ভেজালের কারণ ও তার প্রতিকার প্রসঙ্গে।

সূত্র: ভোঅস/০০০০১১/১০/১১/২০২০

জনাব,

আপনার প্রেরিত পত্র মোতাবেক আদিষ্ট হয়ে 'খাদ্যে ভেজালের কারণ ও তার প্রতিকার' শীর্ষক প্রতিবেদন সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপস্থাপন করা হলো।

খাদ্যে ভেজালের কারণ ও তার প্রতিকার

মানুষ প্রতিনিয়ত কোনো না কোনো খাবার গ্রহণ করে জীবন ধারন করে। বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য অপরিহার্য। তাই জীবনধারণের তাগিদে তারা নানারকম উপাদেয় খাদ্য বস্তু গ্রহণ করে। প্রতিটি খাবারের মধ্যে কোন না কোন পুষ্টি গুণ রয়েছে। যাতে করে মানুষ খাবার গ্রহণের মধ্য দিয়ে সুস্থ সুন্দর ও স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় জীবনধারণ সক্ষম হয়।

কিন্তু বর্তমানে আমরা এমন এক সমাজে বাস করছি যেখানে ভেজাল মুক্ত খাবার দুর্লভ হয়ে পড়েছে। বাজার থেকে কোন খাদ্যবস্তু কিনতে গেলে আগেই ভেজাল এ প্রসঙ্গে চলে আসে। কিছু অসাধু ব্যবসায়ী অধিক মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মিশিয়ে নিজ স্বার্থ চরিতার্থে নিয়োজিত রয়েছে। তারা কিছু খাদ্য দ্রব্য যেমন- মাছ, সবজি, ফলমূল ইত্যাদি জাতীয় খাদ্য দ্রব্যে কার্বাইড, ফরমালিন, ক্লোরিন নামক কেমিক্যাল ব্যবহার করে দীর্ঘ সময় খাদ্যবস্তু গুলো রং উজ্জ্বল্য ধরে রাখতে সচেষ্ট থাকে।বাজারে উদ্যান খাদ্যদ্রব্যে ক্ষতিকর কাপড়ের রং এবং নকল প্রসাধনী তেই বাজার সয়লাব। এসব খাদ্য গ্রহণ করে এবং প্রসাধনী ব্যবহার করে মানুষ মারাত্মক রোগের সম্মুখীন হচ্ছে। কোন কোন ক্ষেত্রে দুরারোগ্য ব্যাধি ক্যান্সারে আক্রান্ত হচ্ছে।

খাদ্যে ভেজালের কারণ অনুসন্ধান করে দেখা যায় প্রধানত কয়েকটি বিষয় এর পেছনে দায়ী-

১. অসাধু ব্যবসায়ীদের অধিক মুনাফা অর্জনের লোভ।

২. সরকারের নানা তদারকি সংস্থার তদারকির অভাব। সংস্থাগুলো নিয়মিত তদারকি করলে বাজারে এই অরাজকতা তৈরি হতে পারে না।

৩.ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে দোষী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান।

৪. জনগণের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তুলতে উদ্যোগ গ্রহণ।

প্রতিবেদক, অ না ম কবির। বাজার পরিদর্শক, চট্টগ্রাম।

প্রশ্ন: ৪। ছোট ভাইকে নিয়মিত পড়াশোনা করার উপদেশ দিয়ে একটি বৈদ্যুতিন চিঠি (ই-মেইল)প্রেরণ করো।

উত্তর:

Edit with WPS Office

From : mainul@gmail.com

To : aminul@gmail.com

Cc :

Bcc :

Subject : নিয়মিত পড়াশুনা করবে।

Text :

আমিন,

গত সপ্তাহে মায়ের কাছ থেকে পত্র পেলাম। পত্রপাঠ এ বিস্তারিত খবরা খবর জানতে পারলাম। প্রসঙ্গক্রমে মালিক নেই তুমি আগের মত নিয়মিত পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারছনা। ইদানিং খেলাধুলায় বেশি মনোযোগী হয়ে উঠেছো। স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য খেলাধুলার প্রয়োজন রয়েছে কিন্তু তাই বলে সারাক্ষণ খেলাধুলাকে প্রাধান্য দিলে তোমার লেখাপড়া অনেক পিছিয়ে যাবে। মেধাবী ছাত্র হিসেবে বিদ্যালয় তুমি ইতোঃমধ্যে যে খ্যাতি অর্জন করেছো তা তোমাকে ধরে রাখতে হবে। শ্রেণিতে মেধাস্থান ধরে রাখার জন্য তোমাকে আরো বেশি মনোযোগী হতে হবে। বিশ্বায়নের এই যুগে টিকে থাকতে হলে তোমাকে জ্ঞান বিজ্ঞানে পারদর্শী হতে হবে। পাঠ্য বইয়ের পাশাপাশি পত্রপত্রিকা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা বই ও সাহিত্য পড়াশোনা করতে হবে। সুযোগ পেলেই বিদ্যালয়ের লাইব্রেরী থেকে এই ধরনের বইগুলো পড়ে নিতে পারবে। মনে রাখবে শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। জীবনের লক্ষ্য অর্জনের জন্য একমাত্র পথ হলো শিক্ষা। তাই পড়াশোনার প্রতি আরো যত্নশীল হও। তোমার সুস্বাস্থ্য কামনা করি আজকে এখানেই শেষ করছি।

ইতি, তোমার ভাইয়া।

প্রশ্ন: ৫। শীতার্তদের জন্য ত্রাণ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সহপাঠীদের প্রতি খুদে বার্তা পাঠাও।

উত্তর:

Receiver: 01715 ######, 01819######, 01925######

প্রিয় বন্ধুরা, তোমরা নিশ্চয়ই জানো গত কয়েক বছরের তুলনায় এবারের শীতের প্রকোপ অনেক বেশি। বিশেষ করে উত্তরাঞ্চলের তাপমাত্রা দিন দিন কমে যাচ্ছে। ফলে উত্তরাঞ্চলের দরিদ্র মানুষ কাপড় এবং খাদ্যের অভাবে দারুন কষ্টে জীবন যাপন করছে। সরকারসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানেরপাশাপাশি আমরাও ত্রাণ দিয়ে তাদের পাশে দাঁড়াতে চাই তাদের সাহায্যে এগিয়ে যেতে চাই।মিজান।

Sender : 01711######

20.11.2020

11:56 AM

Edit with WPS Office